দৈনিক ইনকিলাব

MAR 1999

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রী সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে আরও মতামত নেয়া হবে

সাইফুল আলম ॥ গতকাল (সোমবার) অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভার বৈঠকে দেশের সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে গতকালের বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদনের কথা থাকলেও বিষয়টিতে আরও জনমত গ্রহণের তাগিদ দিয়ে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

সূত্র জানায়, গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী সভার বৈঠকে দেশের সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রেখেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বিষয়টি স্পর্শকাতর। সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিলে আপামর জনগণের সমর্থন থাকবে সত্য, কিন্তু মহল বিশেষ, বিরোধী রাজনীতিকদের একাংশ নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়াবে, নানা অভিযোগ, বিরোধিতা করতে পারে। তবে সকলের সহযোগিতা নিয়েই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। এজন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এদিকে গতকালের বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদনের কথা ছিল। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক সর্বমহলের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা শেষে মন্ত্রী পরিষদে তা অনুমোদন করাই ঠিক হবে এ রকম মতামত দিয়েছেন মন্ত্রী সভার প্রভাবশালী সদস্য, সাবেক তিন ছাত্রনেতা। পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী প্রায় অভিন্ন ভাষায় বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। তাছাড়া শিল্পনীতি উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ারও বিষয় নয়। ব্যাপক জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়েই শিক্ষানীতি পাস করতে হবে। যাতে প্রচলিত শিক্ষানীতি সার্বজনীন হয়ে ওঠতে পারে।

সূত্র জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতির উপর আরও ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তিন স্তরবিশিষ্ট এবং মাধ্যমিক স্তরে ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে মাধ্যমিক স্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাব নিয়ে মন্ত্রী সভায় দ্বিমত রয়েছে বলে সূত্র জানায়। মন্ত্রী সভার অনেক সদস্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে মাদ্রাসার ও সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব রেখেছেন।